একটি অনিয়মিত মরমী ধারাভাষ্য (চৌদ্দ)

কালির লেখায় আলীম হয়না মনরে কানা

ফকিরটিলার ফরিজউদ্দিন বা 'সরাজ'-য়ের স্বরাজ

:: প্রদীপ কুমার পাল ::

নাম ফরিজ উদ্দিন। পেশায় সরকারি চাকুরীজীবী। নেশায় কণ্ঠ আর যন্ত্র শিল্পী। উপভোগ না করলে বা না দেখলে বোঝানো মুশকিল কি অসাধারণ এক প্রতিভাধর যন্ত্রশিল্পী আমাদের ফরিজউদ্দিন। নিজের হাতে রূপান্তর করা এক তারযন্ত্রকে বলেন তিনি সরাজ। অনেক ঐতিহাসিক বিবর্তনমালা সাজিয়ে বাংলা দোতারা যন্ত্রটিকেই সরোদের পূর্বসুরী বলে মনে করেন। অনেকের মতে হিমালয়ের পাদদেশ উত্তরাঞ্চলে ব্যবহৃত প্রাচীন তারযন্ত্র থেকে বিবর্তন ঘটেছে বর্তমান সরোদের। বাংলা সহ উত্তর ভারতের সুপ্রাচীন এই লোকবাদ্যটির বিচিত্র সুরের দাপটেই যন্ত্রটির বিবর্তন বিন্যাস ঘটে চলেছে। যন্ত্রটির বাদনরীতির একটি বহুল প্রচলিত ঘরানা চালু আছে। দোতারার শব্দ মানে সেই চিরাচরিত ট্যাং ট্যাং না ট্যাং। যে শব্দের সুরে বাঙালি মাত্রেরই (কিছুক্ষণের জন্য হলেও) শ্রবণ ইন্দ্রিয় যোগে সারা শরীর জুড়ে চকিত তড়িৎ প্রবাহ খেলে যায়। দোতারা বাজানোর এবং চলনদারের বিভিন্নতা অঞ্চল ভেদে তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু সঙ্গীতযাত্রাপথের হাত ধরে কোথাকার বাদন রীতি ও যন্ত্রকৌশল কোথায় গিয়ে পৌঁছে গেছে তার কোনও সাকিন নাই। ফলে এখন খুব জোরগলায় কেউ দাবি করতে পারবেন যে, এই যন্ত্রের এই তাল কিম্বা এই বাদনরীতি অমুক অঞ্চলের। মিশ্রন ঘটে গেছে অনেক দিন ধরেই। বাজনার স্টাইল মূলত এখন শুধুই গুরুশিষ্য পরম্পরা। অন্ততঃ এই অঞ্চলের পরিচিত দোতারা বাদকরা তো এই সত্যকেই জানান দিচ্ছেন। আমাদের কান অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে সেই ঘরানার 'ঢাং দোতারাং' শব্দ নাদে। ঠিক এখানে এসে আমাদের শ্রবণইন্দ্রিয় এক অপরিচিত দোতারার শব্দ সুরের ঝংকারে চমকে ওঠে। হ্যাঁ, আমি ফরিজ উদ্দিনের দোতারার কথা বলছি। আমি এক বিস্ময়কর সুর লয়ের মুর্ছনার কথা বলছি। আমি প্রাচ্যের [redacted] তারযন্ত্রের সঙ্গে স্পেনদেশীয় [redacted] ব্যাঞ্জো যন্ত্রের সঙ্গে আমাদের স্থানীয় বহু প্রাচীন ফকিরি তালের আশ্চর্য সংযোগের কথা বলছি। ধারাবাহিক গৎ মেনে যারা বাংলা লোকগানের চর্চা করেন কিম্বা বলা যায় গেয়ে থাকেন, তাদের পক্ষে এই চলনটার খেই ধরা মুশকিল, ফলে অপছন্দ। যারা নিয়ম করে তালবাদ্যের গ্রামার টামার শিখে অথবা না জেনে প্রচলিত তাল মহিমায় মঞ্চ মহিমান্বিত করে চলেছেন তারা অবলীলায় বলতে পারেন, 'এই লোকটি প্রচণ্ড তালছুট'। আসলে কিন্তু ইনি দলছুট। এক সঙ্গীত [redacted] রসিক বন্ধু ফরিজউদ্দিনের বাজনাশুনে চমকে উঠে বলে বসলেন, 'এ ত দেখি পিট সিগারের বাজনা!' আলোচনায় সেদিন যা 'মোদ্দাকথা' হয়ে বেরিয়ে এসেছিল তা এই— 'আমাদের অঞ্চলে বেশির ভাগ পেশাদার দোতারা বাজিয়ে— গাইয়েরা দোতারায় গানের সঙ্গে গান বাজিয়ে যান নতুবা গৎ বাধা কিছু বহুশ্রুত তাল বাজিয়ে যান (যাঁকে ওঁরা 'দোতারার রিদম' বলেন)। পশ্চিম বাংলার বাউলরা ইদানীং ভারতীয় রাগ সঙ্গীতে ক্রমশ শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠার মহিমাতেই বোধহয় গানের মধ্যে বিভিন্ন রাগ রাগিনী চট করে বসিয়ে দেন। অনেকে আবার [redacted] সাধারণ কিছু তান যোগ করেন। উত্তর বঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল [redacted] নাইলন তারের ভাওয়াইয়া দোতারা। এই ঘরানার বাদকেরা বিশেষ কিছু তাল লয়ের প্রয়োগে সিদ্ধ হস্ত। [redacted] ভাওয়াইয়া অঞ্চল বাদ দিলে তালের বিভিন্নতাই হচ্ছে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বিশেষত্ব। বাকি অংশে দোতারায় চারটে স্টিল তারের কিম্বা তামার তারের বহুল ব্যবহার চলে আসছে। উন্নতমানের বাদকরা গানের সঙ্গে দোতারার সঙ্গতে সেই তাল ও গানের সুরকে ধরে রেখে বাজিয়ে যান। এটাই সেই দেশের মোটামুটি দোতারা চিত্র। এর বাইরে কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে এক একজনা বিশেষজ্ঞ বাদক তৈরি হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য যন্ত্র আর গায়েন ভঙ্গীর কারণে কি শহর কি গ্রাম এই যন্ত্র বাজিয়ে গায়কগোত্রের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে। এখন নানান ভঙ্গীর প্রচলন হওয়ার সাথে সাথে দুহাত হয় খালি রাখতে হয় নতুবা হাতে গিটার নামক এক অবঙ্গীয় যন্ত্রের অলংকারে নিজেকে সাজাতে হয়। পাঁচ তারের দোতারার সুরের সাজ এবং চার তারের দোতারার সুরের সাজ এক নয়। ফলে বাদনশৈলি ভিন্ন মাত্রা পায়। সাধকশিল্পীরা জগতকে সব সময়ই নতুন এক রীতি উপহার দিয়ে যান। এঁরা মূলতঃ সারা জীবন ধরে এই গায়েন এবং বাজনার সংযোগে নতুন ধারার জন্ম দেন। এবং সেটাকে আরো সাবলীল করে তোলার একমাত্রিক সাধনায় ব্রতী হন। ফলে ওঁদের পরিবেশনা অনেক সময় একঘেয়ে লাগে। কিন্তু জীবনভর এই একমাত্রিক বিনয়ে ধনী হয় গোটা সঙ্গীত জগত।

আসামের কাছাড় জেলার নিট (আরইসি) সন্নিকটস্থ ফকিরটিলা থেকে শত শত মাইল দূরে উত্তরবঙ্গের ধূপগুড়ি। এই ধূপগুড়ির বিখ্যাত এক গায়ক হচ্ছেন কালাচাঁদ দরবেশ। এবং আশ্চর্য, এক অভূতপূর্ব সঙ্গীত সহযোগ। সঙ্গীত বোধের বিচিত্র স্বরাজ! তিনি তাঁর যন্ত্রটিকে 'সরাজ' বলে উল্লেখ করেন। ফকিরটিলার ফরিজউদ্দিন এবং কাঁলাচাঁদ দরবেশের 'সরাজ' এ পাঁচটি তার। আরো আশ্চর্যের বিষয়, দুজনার তারের সাজ এক হলেও বাজনার স্টাইল এবং তাল সম্পূর্ণ আলাদা!

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সাধক লোকশিল্পীদের অনেকপাঁচ তারের 'সরাজ' নামক এই যন্ত্রটিকে ইদানীং ব্যবহার করে থাকেন ছয়টি তার, [redacted] তারা বাদনরীতিকে আরো শ্রুতিমধুর করে তুলেছেন। এঁরা মূলত নিজেদের ভাবগুরু মহাজনদের গান পরিবেশন করেন। প্রচলিত প্রাচীন লোকগানগুলিও যার ফলে ওঁদের কণ্ঠে বাজনার গুণে অন্যমাত্রা পায়। আমরা বলতে চাইছি, গায়ক যদি নিজের গান নিজের যন্ত্রসহযোগে সাধনা করে থাকেন তাহলে তার গায়নরীতি বাজনার দৌলতে প্রচলিত নিয়মের বাইরে অন্য মাত্রা পাবেই। আর যারা (বিশেষ করে শহরাঞ্চলে) শুধু দোতারা যন্ত্র বাজানো শিখবেন, 'খেপ' মারবেন বলে যন্ত্রবৎ যন্ত্রটি বাজিয়ে যাবেন, তাদের হাতে শুধু নির্দ্দিষ্ট গৎ এর বাদনই শুনতে পাওয়া যাবে। এঁরা সঙ্গীতের 'বিশুদ্ধ ব্যাকরণ' মেনে বাজনা শেখেন। গায়কের গানে বাজাবেন বলে কিছু নির্দ্দিষ্ট বাজনাই থাকে তাদের হাতে। এর বাইরে যাওয়ার ক্ষমতাও সাধারণত তাদের থাকে না। ফরিজউদ্দিন দীর্ঘ ১৫ বছরের নিবিড় অধ্যবসায়ে যে গায়ন এবং বাজনা ভঙ্গী রপ্ত করেছেন এবং বাজিয়ে যাচ্ছেন সেটি যে এ অঞ্চলের একান্ত নিজস্ব বিশিষ্ট বাদনশৈলী সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। নিজস্ব ক্যারিশমায়ে এই বাজনার আরো বৃহৎ রূপান্তর ঘটিয়েছেন ফরিজউদ্দিন। বিশুদ্ধ ব্যাকরণবাদীরা কি বলবেন জানি না।

এই [redacted] শিল্পীরা কিন্তু নিজেদের সুর 'সারে গামা পাধা' ব্যাকরণে বাঁধেন না। সাজেন না। এই 'সাজকে' বলা হয় ঝিল [redacted] সুর-ভ্রম। এটা [redacted] উদ্ভাবনী ব্যাকরণ [redacted] ফরিজউদ্দিনের নিজের ভাষায়— 'যন্ত্রে সুর সাজানোর সময় কলিজার সাথে নিঃসীম স্বর্গীয় যোগসাধন গড়ে তুলতে হয়। যন্ত্রের সুর ছাড়া বাইরের কোন শব্দ তোমার কানে আসবে না। এর কোন মন্ত্র নেই। এ এক দীর্ঘকালীন নিমগ্ন ধ্যানের অভ্যাসে গড়ে তুলতে হয়।'